287

287
CAṬṬOPĀDHYĀẎ (Bijaẏalāl) *comp.*
Ḍamaru.
Kalikātā: Āryya Pābalisiṃ Hāusa, [1930].
[12], 35 p.- 15 cm.
Nationalistic poems by Rabindranath Tagore,
Satyendranāth Datta, Nazrul Islām and the compiler.
PP Ben B 16; PIB 2/2

P1B 2/2

ডমরু

Cattopadhyay (Bijay-lal)

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
সঙ্কলিত

আর্য্য পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা

[মূল্য পাঁচ আনা

প্রকাশক—
শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬।এ, বিপ্রদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

2 DEC 31

প্রিন্টার—
এস দাস
সিংহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৪।১বি, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নদীয়ার সত্যাগ্রহীদের

করকমলে—

প্রকাশকের নিবেদন

যে জাগ্রত মানবাত্মা বিশ্বময় আজ অসত্য, অশিব ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে অভিযানে বাহির হইয়াছে, তাহার নৃত্যচ্ছন্দের কয়েকটি তান একত্রে গ্রথিত করিবার অনুমতি দিয়া যাঁহারা আমাদের অনুগৃহীত করিয়াছেন তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জয়যাত্রার পথিকদের চিত্তকে সরস ও সজীব রাখিতে 'ডমরু'র গুরু-গুরু যদি কিছুমাত্র সাহায্যও করে তবেই আমরা ধন্য বোধ করিব।

2
DEC

ভূমিকা

কবি ও সমাজসেবক উভয়ের মধ্যে বহুদিন হইতে একটা বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। মাজসেবক চায় কবি তাহার শক্তি ও সাধনা সর্ব্বতোভাবে সমাজের হিতকল্পে নিয়োজিত রুক আর কবিগণও নির্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে বা নির্দিষ্ট কোন দলে ধরা দিতে য় না। বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে কবির উত্তর আসে যে হৃদয়াবেগই তাহার কাব্য। ই সাধনার মধ্যে যদি কোন বিশিষ্ট ভাব প্রকাশ পায় তবে তাহা লইয়া কবিকে াযাবরের মত কোনও বিশেষ দলে যেন ফেলিয়া দেওয়া না হয়। ফরমায়েসি কবিতা বিতাই নয়। ভাব নিজস্ব হইলে ছন্দের স্রোতে তাহা আপনি আসিয়া পড়িবে, াহারও মধ্যবর্ত্তিতার আবশ্যক নাই।

কবির কথাই মানিয়া নেওয়া যাক। সমাজ কবির নিকট যে ঋণী তাহা অস্বীকার রিয়া লাভ কি? আজকাল যাঁহারা স্বদেশ ও সমাজের প্রতি একান্ত অনুরাগ জাতির ধ্যে সঞ্চারিত করিতে চাহেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, কবিরা নিছক দেশসেবায় ত্মনিয়োগ করেন না, এই অভিযোগ উপস্থিত করেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ভিযোগের কারণ নাই। আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারে বহু দান আছে যাহা দেশভক্তের র্ম্মপথে চলার পরম সম্বল। বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৈশোর হইতে আরম্ভ রিয়া এ পর্য্যন্ত যে ত্যাগের কথা, এক-জাতীয়তার কথা, সর্ব্বহারা হইয়া জগতের

রাজপথে দাঁড়াইবার কথা, তাঁহার অমৃতময় ছন্দে বাঙালীকে অথবা শুধু বাঙালীকে কেন সমগ্র মানবজাতিকে শুনাইয়াছেন এই সকল অভিযোগকারী সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন বলিয়া মনে করি। তবে আমাদের অভাব উপযুক্ত সঙ্কলনের। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এই অভাব ছিল না, কারণ তখন কর্মীদের কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত এখনকার চেয়ে বেশী শোনা যাইত। জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ বিস্তর প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবি বিজয়লাল বর্তমানের অভাব পূরণ করিবার জন্য এই সঙ্কলন বাহির করিয়াছেন। মাত্র বারটি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। আশা করি বারটি কবিতা কর্মীর মনে উৎসাহ আনিয়া দিবে এবং সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিবে, ডমরু-নাদে জাতির তন্দ্রা ঘুচিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
জুলাই ১৯৩০

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সূচী

১। উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে ... ১
২। আমরা চলি সমুখ পানে ... ২
৩। এবার চলিনু তবে ৪
৪। নয়ে তোমার বাজে বাঁশি ৬
৫। মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে ৮
৬। কে মা তুই বাঘের পিঠে ব'সে আছিস বিরস মুখে ... ১২
৭। ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী ... ১৩
৮। দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার ... ১৭
৯। ওরে আমার বাঁধন-হারা রক্ত-ঊষার যাত্রীদল ... ১৯
০। বাহিরিয়া এসো বন্ধু, আসিয়াছে মুক্তির আহ্বান ২৫
১। বুড়ী বালামের তীরে ... ২৯
২। গর্জ্জি ওঠ, ভৈরবভেরী গর্জ্জি ও ৩২

রাজপথে দাঁড়াইবার বং তাঁহার অমৃতময় ছন্দে বাঙালীকে অথবা শুধু বাঙালীকে কেন সমগ্র মানবজাতিকে শুনাইয়াছেন এই সকল অভিযোগকারী সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন বলিয়া মনে করি। তবে আমাদের অভাব উপযুক্ত সঙ্কলনের। স্বদেশী আন্দোলনের দিন এই অভাব ছিল না, কারণ তখন কর্মীদের কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত এখনকার চেয়ে বেশী শোনা যাইত। জাতীয় সঙ্গীতে সংগ্রহ বিস্তর প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবি বিজয়লাল বর্তমানের অভাব পূরণ করিবার জন্য এই সঙ্কলন বাহির করিয়াছেন। মাত্র বারটি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। আশা করি বারটি কবিতা কর্মীর মনে উৎসাহ আনিয়া দিবে এবং সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিবে, ডমরু-নাদে জাতির তন্দ্রা ঘুচিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
জুলাই ১৯৩০

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সূচী

১। উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে … ১
২। আমরা চলি সমুখ পানে … ২
৩। এবার চলিনু তবে … … … ৪
৪। বাজে তোমার বাজে বাঁশি … … ৬
৫। মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে … … ৮
৬। কে মা তুই বাঘের পিঠে ব'সে আছিস বিরস মুখে … ১২
৭। ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী … ১৩
৮। দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার … ১৭
৯। ওরে আমার বাঁধন-হারা রক্ত-ঊষার যাত্রীদল … ১৯
০। বাহিরিয়া এসো বন্ধু, আসিয়াছে মুক্তির আহ্বান ২৫
১। কুড়ী বালাখের তীরে … … ২৯
২। গর্জ্জি ওঠ, ভৈরবভেরী গর্জ্জি ওঠ ৩২

2 DEC 31

উপহার

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে ।
আয়রে ছুটে, টান্‌তে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি' ?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে' গিয়ে
ঠাঁই করে' তুই নেরে কোন মতে ।

কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ,
সে-সব কথা ভুল্‌তে হবে আজ ।
টান্‌রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান্‌রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্‌রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্ব্বতে ।

ঐ যে চাকা ঘুরচে ঝন্‌ঝনি,
বুকের মাঝে শুনচ কি সেই ধ্বনি ?
রক্তে তোমার দুলচে না কি প্রাণ ?
গাইচে না মন মরণ-জয়ী গান ?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মত
ছুটচে না কি বিপুল ভবিষ্যতে ?

(রবীন্দ্রনাথ)

আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধবে ?
রৈলো যারা পিছুর টানে
কাঁদবে, তারা কাঁদবে।

ছিঁড়বো বাধা রক্ত-পায়ে,

চল্‌বো ছুটে রৌদ্র-ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গাঁয়ে
কেবলি প্রাণ কাঁদবে।
কাঁদবে, ওরা কাঁদবে॥

রুদ্র রোদের হাঁক দিয়েচে
বাজিয়ে আপন তূর্য্য।
মাথার পরে ডাক দিয়েচে
মধ্য দিনের সূর্য্য।
মন ছড়ালো আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি খেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধ্‌বে।
কাঁদ্‌বে, ওরা কাঁদ্‌বে।

সাগরগিরি ক'রবো রে জয়
যাবো তাদের লঙ্ঘি'।
একলা পথে করিনে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপ্‌নি মেতে
আছে ওরা গণ্ডী পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
বাধ্‌বে, ওদের বাধ্‌বে।
কাঁদ্‌বে, ওরা কাঁদ্‌বে।

জাগ্‌বে ঈশান, বাজবে বিষাণ
পুড়্‌বে সকল বন্ধ।
উড়্‌বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান
ঘুচ্‌বে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।
মৃত্যু-সাগর মথন ক'রে
অমৃতরস আন্‌বো হ'রে,
ওরা জীবন আঁকড়ে ধ'রে
মরণ সাধন সাধ্‌বে।
কাঁদবে, ওরা কাঁদ্‌বে।

(রবীন্দ্রনাথ)

এবার চলিনু তবে।
সময় হ'য়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠেছে কল কোলাহল,
তরণী পতাকা চল-চঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।
সময় হ'য়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নির্মম আমি আজি !
আর নাই দেরী, ভৈরব ভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি ।
তুমি ঘুমাইছ নিমীল-নয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহ-স্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য নয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া র'বে ।
সময় হ'য়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে ।
অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি,
অমিয়-রচন সোহাগ-বচন
অনেক র'য়েছে বাকি ।
পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় প'ড়ে র'বে তা'র,
মহাকাশ হ'তে ওই বারেবার
আমারে ডাকিছে সবে ।
সময় হ'য়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে ।

বিশ্ব জগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর !
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর !
কিসেরই বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ !
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান,
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হ'য়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

(রবীন্দ্রনাথ)

ঘরে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগব আমি,
দাও মোরে সেই কান।

ভুলব না আর সহজেতে, —
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্ত বীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে

আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লওগো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান

(রবীন্দ্রনাথ)

আমরা

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;—
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল ভরা যার কনক ধান্যে, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি !
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।
একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাংখ্যকার
এই বাঙ্লার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিটপাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশীষে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে হে প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে ;
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।
সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাটে ;
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে ;
শ্মশানের বুকে আমরা রোপন করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটী।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরই করতলে ;
অতীতে যাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙ্গালীর গৌরবে।
প্রতিভার তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি ;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

(সত্যেন্দ্রনাথ)

বঙ্গভূমি

কে মা তুই নাগের পিঠে ব'সে আছিস বিষণ্ণমুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল মালা দুলায় বুকে।
ছল ছল্ নয়ন-যুগল জলে ভরে পড়্ছে দুলে,
কালো মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ঐ নিবিড় কালো চুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরায় ধূলা আছে চুমি' ?
কে মা তুই কে মা শ্যামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?

মা তোর ক্ষেতের [illegible] [illegible] [illegible] বাঁধ বিদেশে
অন্নপূর্ণা বলো কবে [illegible] হ'য়ে সর্বনেশে।
বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে চেয়ে,
অন্ন বসন বিহনে হায় মরে তোমার ছেলে মেয়ে !
বল্ মা শ্যামা বলাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙ্বে নাকি ?
ধন্য হ'তে পারবো না মা তোমার মুখের হাসি দেখি ?

ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেমনি হাসি !
চরণতলে সপ্ত কোটি সন্তানে তোর জয় মাগেরে
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে ;
সোনার কাঠি রূপার কাঠি,—ছুঁইয়ে আবার দাওগো তুমি,
গৌরবিনী [illegible]—[illegible] বঙ্গভূমি !

(সত্যেন্দ্রনাথ

সব্যসাচী

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী !
গৌরিশেখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী ।
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে "আমি আসিয়াছি"
নব-যৌবন-জল-তরঙ্গে নাচেরে প্রাচীন প্রাচী !

(২)

বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,
গাণ্ডীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে,
বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্য,
সাজে রথাশ্ব ; হাঁকিছে সৈন্য,
ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা লাগে—
দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন মৃত্যুর অনুরাগে !

(৩)

যুগে যুগে ম'রে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্ম্মতি কুরুসেনা,
দুর্য্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা!
লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে,
লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রে
শান্তির মধ্যে কায়ার ক্ষেত্রে ইহারা যে চির-চেনা!
ভাবিয়াছ ; কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা?

(৪)

কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত,
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে কা'ল তারা পদানত!
আজি সম্রাট কালি সে বন্দী,
কুটীরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী!
কংসকারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত,
তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ, যারে করে পদাহত!

(৫)

আজ যার শিরে শোভিছে পাদুকা কা'ল তারে বলে পিতা;
চির বন্দিনী হ'তেছে সহসা দেশ-দেশ-অর্চ্চিতা।
দিকে দিকে ঐ বাজিছে ডঙ্কা
জাগে শঙ্কর বিপন্ন শঙ্কা!
লঙ্কা-সাগরে কাঁদে বন্দিনী ভারত-লক্ষ্মী সীতা,
জ্বলিবে তাহারি আঁখি-সমুখে কাল রাবণের চিতা!

(৬)

যুগেযুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহা সেনাপতি।
যুগে যুগে হ'ন শ্রীভগবান্ যে তাঁহারই রথ-সারথি!
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্গাতা
ন্যায় পাণ্ডব-সৈন্যের ত্রাতা।
অশিব-দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা-সতী,
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি!

(৭)

নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগোরে জোয়ান! ঘুমায়োনা ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি!
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই
দানব দৈত্য তবু মরে নাই,
সূতা দিয়া মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি!
জাগোরে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!

(৮)

দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল বাম করে বাণ হানি
এ-নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি !
পূজা করি শুধু পেয়েছি কদলী
এইবার তুমি এস মহাবলী !
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি,
আর, সত্য সেবিয়া সহিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি ।

(৯)

মশা মে'রে ঐ গরজে কামান—বিপ্লব মারিয়াছি !
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বামহাতে মারি মাছি ।
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি !
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার ম'রে বাঁচি !

নজরুল ইস্‌লাম

কাণ্ডারী হুসিয়ার

দুর্গমগিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুসিয়ার !
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ।

(২)

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান ।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার ।

(৩)

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃ মুক্তিপণ !
"হিন্দু না ওরা মুসলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তানমোর মা'র ।

(৪)

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ?
ক'রে হানাহানি, তবু চল টানি নিয়াছ যে মহা ভার।

(৫)

কাণ্ডারী, তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর।
বাঙালীর খুনে লাল হোল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার

(৬)

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা—দিবে কোন্ বলিদান।
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁসিয়ার।

নজরুল ইসলাম

রক্ত-ঊষার যাত্রী দল।

ওরে আমার বাঁধন-হারা রক্ত-ঊষার যাত্রীদল,
চল্ ফুটিয়ে মরুর বুকে নব আশার লাল কমল
অন্ধকারের দুর্গ-শিরে রাঙা-রবির জয়-নিশান
উড়িয়ে দিয়ে, কণ্ঠে নিয়ে পাগ্‌লা-ঝোরার বিজয় গান
চল্ আগিয়ে নতুন দিনে তরুণ যত বন্ধুগণ,
অরুণ-রাঙা মেঘের রথে এল পথের নিমন্ত্রণ।

চোখে তোদের দূর আকাশের স্বপ্ন-মাখা নীল কাজল;
বুকের তলে গর্জ্জি' ফিরে সাত-সাগরের ক্ষুব্ধজল;
বক্ষে তোদের তূর্য্য বাজে, ঝঞ্ঝা তোদের তুরঙ্গম,
রাজার মুকুট খেল্‌না তোদের, গলার মালা ভুজঙ্গম।
করে তোদের বিজয়-ধনু—টঙ্কারে তার জয়ঙ্কর
শঙ্কা লাগে, অভ্র-তলে অভয় মাগে নীল সাগর।

জীর্ণ বরষ ঐ ঝরে' যায়, শিউরে উঠে অন্ধকার,
ঐ খুলে যায় দিগ্বলয়ের রক্ত-রাঙা তোরণ-দ্বার,
সপ্ত-ঘোড়ায় রথ হাঁকিয়ে চক্রবালে লাল তপন
বেরিয়ে আসে রক্তবাসে, যাত্রা কর যাত্রিগণ।
জানি মধুর বঁধুর পিরিত, মধু প্রিয়ার আলিঙ্গন,
জানি মধুর মলয় বায়ে মুঞ্জরিত কুঞ্জবন,
জানি মধুর গন্ধে বিভোর কোকিল-ডাকা বকুলতল,
জানি মধুর পদ্ম-ফোটা মরাল-ডাকা দীঘির জল,
জানি মধুর সখার হাসি, মধুর কচি শিশুর বোল,
সবার চেয়ে জানি মধুর শীতল-করা মায়ের কোল।

২

তবু যে হায় সকল ছেড়ে চলতে হবে, নাই সময় ;
ঘরের মত কান্নাহাসি—পথের বুকে হোক তা লয়।
নয়ন-কোণে জল জমেছে ? বিদায় নিতে চায়না মন ?
ক্ষণিক মায়া খ্যাপারেই চেয়ে ভুলবি মায়া চিরন্তন ?
সাঁঝের দীপই সত্য হবে ? বিফল হবে চাঁদের কর ?
নীল আকাশের চেয়েও তোদের আপন হবে বাসর-ঘর ?

যাত্রী তোরা, পথিক তোরা, সঙ্গী তোদের সূর্য্য চাঁদ—
প্রাণের বেগে ভাসিয়ে চলিস্ যুগান্তেরই জীর্ণ বাঁধ ;
পথ-বিহীন সিন্ধু-বুকের যাত্রী তোরা কলম্বাস—
পাহাড়মরু লঙ্ঘি চলিস্—নাইকো বাধা, নাইকো ত্রাস।
তরু-বিহীন মরুর বুকে ছুটছে যেথা বালুর ঝড়,—
ক্ষুব্ধ সাগর পাষাণ-তটে ভাঙ্‌ছে যেথা নিরন্তর,
অভ্র-ভেদী গিরির শিরে বইছে যেথায় তুষার-স্রোত,
তিমির রাতে গগন-পথে চল্‌ছে যেথা বিমান-পোত,
জন-বিহীন মেরুর দেশে নাই যেখানে সূর্য্যালোক—
সেই ভীষণের বুকে তোদের এবার তবে যাত্রা হোক।

কাগজ কলম আয়না ফেলে, পুঁথি যেথায় সেথায় থাক্ ;—
বঁধুর গাঁথা বরণ-মালা বঁধুর হাতেই শুকিয়ে যাক্।
আছে যাদের অট্টালিকা, রেশমী কাপড়, মোটরকার—
সোনার খাটে দেখুক তারা সোনার স্বপন চমৎকার।
শামলা-পরা উকিলগুলো মামলা নিয়ে থাক বিভোর,
রাত্র জেগে ছাত্রগুলো কেতাব ল'য়ে পড়ুক জোর,—
কবি তাহার সেতার লয়ে চাঁদনীরাতে করুক গান,
পুরুত মশাই ঘণ্টা নাড়ুন, পাঁজি পুঁথির দিন বিধান,
নাকের ডগায় চশ্‌মা রেখে হিসাব লিখুক ব্যবসাদার,
খোশ্‌ মেজাজে গল্প করুক সিগার হাতে ব্যারিষ্টার।

তোদের ত' আর নাইত' কিছু, তোদের আছে নির্বাসন,
তোদের আছে ক্ষুধার জ্বালা, তোদের আছে কাঁটার বন,
তোদের আছে ফাঁসির রশি, তোদের আছে শিকল-হার,
তোদের আছে আন্দামানের কারাশালার অন্ধকার,
তোদের আছে শূলশূলি,-[illegible] দুর্দিন,
তোদের আছে 'রেগুলেশন' লাঠির খোঁচা, অন্তহীন ;
পিছে তোদের শত্রুদলের বিদ্রূপেরই অট্টহাস—
সামনে আসে ঘূর্ণিবায়ু ধূলায় ঢেকে নীল আকাশ।

চল্‌বি তোরা ভবের পথে আনন্দেরই ফুটিয়ে ফুল—
মুখের পানে চেয়ে তোদের অবিশ্বাসীর ভাঙ্‌বে ভুল
ডান হাতে যা ক'র্‌বি উপায়, বাম হাত তাই বিলিয়ে দিক,
কাল যা হবে তাহার বোঝা কালই তাহার বহে নিক।
সকল দেশই তোদের হবে, আপন হবে সকল ঘর,
থাক্‌বে নাকো বর্ণ-বিচার, থাকবে নাকো আপন পর,
থাক্‌বে শুধু একটি জাতি,—সে জাত হবে মানুষ জাত।
তার উপরে থাকবে নাকো রাজা উজির কারও হাত।

মানুষকে যে ক'রবে ছোট তোদের হবে শত্রু সেই ;
তোদের কাছে নাইকো গোলাম, তোদের কাছে মুনিব নেই ।
তোদের কাছে নাইকো আইন, নাইকো আচার, নাই বিধান—
যা কিছু ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে ক'রবি তোরা সব সমান ।
এই জগতের কারও কাছে নুইবে নাকো তোদের শির—
হোক্ না সেজন বুদ্ধ যীশু, হোক্ না সেজন বোগ্দার পীর ।
বুকের ভিতর লুকিয়ে ব'সে আপন যে জন দেয় আদেশ—
তাঁহার কাছে নাইকো রাজা, নাইকো সমাজ, নাইকো দেশ ।
চাইবি নাকো কারও দায়ে, সখা তোদের সকল হাত,
চোখের পানে চেয়ে সবার শুনিয়ে দিবি সাচ্চা বাত ;
কেউবা দেবে ধূলি তোদের, কেউবা দেবে ফুলের হার,
কেউবা ডেকে ক'রবে আদর, কত কেহ করবে মার ।
যার যা খুসী করুক না সে— তোরা পথের পথিক জন—
বন্ধুজনে দিবি কেবল বিদায় বেলায় আলিঙ্গন ।
ঘরের কোণে নিভৃতে তোদের চাইবে অনেক কোমল কর,
সকল বাঁধন পেরিয়ে যাবি, মনকে তোরা শক্ত কর ।
তোদের শুধু আগিয়ে চলা, তোদের শুধু পথ আপন—
মুক্তি যাদের ডাক দিয়েছে বাঁধ্‌বে তাদের কোন্ বাঁধন ?

রুদ্ধ ঘরের আগল ভেঙে চল্ রে যেথা মুক্ত মাঠ,
উচ্ছ্বসিত হাসির রোলে পূর্ণ যেথা প্রেমের হাট,
চিত্তে যেথা শঙ্কা নাহি, কেউ কাহারও নয়কো দাস,
বুকের কথা মুখে যেথায় অসঙ্কোচে পায় প্রকাশ
পুরুষ নারী স্বাধীন যেথা, প্রেম যেখানে সমুজ্জ্বল,
মুক্ত বিহগ-গানে যেথায় ঝঙ্কারিত আকাশ তল—
সেই স্থানেতে, সেই স্থানেতে ওরে পথিক তোদের দেশ,—
সুন্দর সেই আলোর দেশে তোদের হবে পথের শেষ।

(বিজয়লাল)

—৪—

মুক্তি-অভিযান

বাহিরিয়া এসো বন্ধু, আসিয়াছে মুক্তির আহ্বান ;
সাগরের কূলে কূলে দুলে দুলে তরুণ নিশান
ডাকিছে তোমারে সখে ; দেশে দেশে সাজে বীরদল,
দিকে দিকে ধ্বনিতেছে তরুণের রণ-কোলাহল।
প্রশান্ত সাগরতটে নাচে আজি দুরন্ত ঈশান ;
শতাব্দীর অত্যাচারে ক্লিষ্ট-প্রায় চীনের পরাণ
বলদৃপ্ত ধনিকের দল আজি চূর্ণিবারে চায়।
ভূমধ্য সাগরতীরে, মিসর-মরক্কো-সিরীয়ায়
শোন গণদেবতার পাঞ্চজন্য গর্জ্জে ঘন ঘন ;
নিখিলের দস্যুদল, সাবধান, নিকট শমন।
ধনদৃপ্ত, বলদৃপ্ত অত্যাচারী সভয়ে পলায় :
অবিচার জয়ী হবে ?   ধনলোভ জিনিবে ধরায় ?
ভগবান নাহি কি রে ? নিভে গেছে রবি-তারা-চাঁদ ?
প্রেম, সত্য—মিথ্যা সব ? বিশ্ব কি রে শয়তানের ফাঁদ ?

হে তরুণ, তোল শির ; মুক্তিরে তাড়াবে সাধ্য কার ?
বিশ্ব-প্রাণ-শতদলে দেবী ব'সে আছে নির্বিকার।
দুনিয়ার ধনবৃদ্ধ কাপালী যাজক মণ্ডলী
লক্ষ্য করি তাঁরে সবে ছুড়িয়াছে নির্মম দণ্ডে লি
যুগে যুগে, দেশে দেশে ; আজও তারা হানে তরবার
মুক্তি শির লক্ষ্য করি,—দেবী হাসে হাসি অবজ্ঞার।

লজ্জা কেন হে তরুণ ?   যতদিন রবে দুনিয়ায়
একটি বীরের শক্তি, যতদিন রহিবে ধরায়
আত্ম-ত্যাগী শহীদের [illegible] গৌরব কাহিনী
ততদিন ধরা হ'তে মুছিবে না মুক্তির কাহিনী।
যে দিন মুছিয়া যাবে বিশ্ব হ'তে ক্রুশের ছবিটি,
বিশ্বের কিনারে যাবে [illegible] প্রেমের মরীচি,
শুকাইবে সেই দিন আরবের মরুভূমি-ফুল,
লুপ্ত হবে গ্যারিবল্ডী, ম্যাজিনীর গৌরব অতুল,
শিখেদের বলিদান, প্রতাপের গৌরব মহিমা,
শিবাজীর মহাবীর্য, লেনিনের আত্মার গরিমা,
জোয়ান-অব্-আর্কের অনাহত বিশ্বাস, বিক্রম—
[illegible], এব্রাহাম লিঙ্কনের শক্তি অনুপম
যে দিন মুছিয়া যাবে লুপ্ত হবে চারণের গান,
মুক্তির হোমাগ্নি-শিখা সেই দিন হইবে নির্বাণ।

তার আগে, তার আগে হে তরুণ, জেনে রেখো স্থির—
তোমাদের জয়ধ্বজা উড়িবে উড়িবে উচ্চ শির
তোমাদেরই রক্তপূত জয়-দীপ্ত ক্রুশের উপরে।
তোমাদেরই বায়ুশূন্য আলোহীন কারার ভিতরে
মুক্তির প্রদীপ শিখা গর্ব্বভরে জ্বলিবে নিশ্চিত।
তোমরা মরিয়া যাবে; তোমাদের তরুণ শোণিত
উর্ব্বর করিবে দেশ: মুক্তি-বীজ পুষ্ট হবে তাহে;
বীরের মৃত্যুর জয় কবি তাই যুগে যুগে গাহে।

যুগ হ'তে যুগান্তরে চলিয়াছে মুক্তি-সেনাদল,
তুচ্ছ করি অগ্নিকুণ্ড, জয় করি কারার শৃঙ্খল,
চরণে দলিত করি নৃপতির উদ্ধত কিরীট,
মরণে সৃজন করি দেশে দেশে নব-শক্তি-পীঠ
যায় যায়—মুক্তি-সেনা দলে দলে ঐ চ'লে যায়—
কাননে, প্রান্তরে, পথে, গিরি-শৃঙ্গে ঐ তারা ধায়।
উপত্যকা, অধিত্যকা, মরুভূমে, সিন্ধুতটে তারা
দ্বীপ-পুঞ্জে চলিয়াছে সারি সারি বাধাবন্ধহারা।
আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়া-য়ুরোপ-এশিয়া-আফ্রিকায়
মুক্তি-সেনা দলে দলে মেদিনী কাঁপায়ে চ'লে যায়।

নবীন তুরস্ক চলে, আগে যায় দুর্জ্জয় কামাল—
আব্দুল করীম চলে,—শাবাশ, সাবাস, সাবাস।
ফিনদের কল্‌দুন—সাথে যায় বীর ডি-ভ্যালেরা
সান্‌য়িয়াৎ-সেন-মন্ত্রে চলে নব-দীক্ষিত চীনেরা—
সব আগে ঐ চলে ভারতের তাপস নির্ভয়—
মৃদুতায় মেষ-শিশু, পরাক্রমে কেশরী দুর্জ্জয়,
সত্যাগ্রহ ধ্বজা করে পিছে চলে কোটি নরনারী।
জেগেছে ভারতবর্ষ—সাবধান ওরে স্বেচ্ছাচারী!
একা নহ বন্ধু তুমি; বিশ্ব আজি তব সহচর;
তোমার যাত্রার সাথী চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-নিকর;
সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপী আজ তাই মুক্তি-অভিযান—
নূতন প্রভাতে সবে, দ্বার খোল, গাও জয়গান।

(বিজয়লাল)

—•—

বুড়ীবালামের তীরে

বুড়ীবালামের তীরে
বুকের শোণিতে যে দিন তোমরা রাঙালে বন্দিনীরে,
সম্মুখরণে যুঝি প্রাণপণে ঘুমালে বীরের দল—
মৃত্যু সেদিন জ্বালালো শ্মশানে মুক্তির হোমানল।
নিজেরে সেদিন নিঃশেষ ক'রে বিলায়ে গেলে যে আলো
সেই আলোকের রক্ত-শিখায় মিলায় রাতের কালো—
সে দিনের সেই মৃত্যুর দান সকল দৈন্য হরি'
নব জীবনের গরিমায় মন তুলিছে শ্যামল করি।

আজি তোমাদের স্মরি
নবীন-আশার কনক-কিরণে উঠিছে চিত্ত ভরি।
সারা-তনু-মন ঝঙ্কার দিয়া গাহিতেছে অনুখন—
'বাঘা-যতীন্দ্র'—ছিল সে বাঙালী,—ছিল 'মনোরঞ্জন',
'চিত্ত', 'নীরেন'—বাঙালীর ছেলে; এই আকাশেরই তলে
প্রাণ তাহাদের উঠিল বিকশি হাসি ও অশ্রুজলে!

কে বলে এদেশে মানুষ কেবল কল্প-কুঞ্জ-বাসী ?
'মোহনলালের' অসির সনে 'চণ্ডীদাসের' বাঁশি
মিশেছে এদেশে,—খোলের সঙ্গে বাজে শাক্তের ঢাক,
কোকিল ডাকের সনে হেথায় গর্জ্জে বাঘের ডাক,—
'কপোতাক্ষীর' সনে ছুটেছে ভীষণ 'পদ্মা' নাচি—
জোছনার সাথে বাঁধিয়াছে বাসা পাহাড়িয়া মৌমাছি,
বেণু-রাগিনীর সনে নাগিনী ফণা নাচাইয়া খেলে,—
শ্যামলা ধরার বুক চিরে' নীল পাহাড় উঠেছে ঠেলে,—
কোমলে কঠিনে মেশানো এ মাটি,—তরুণেরা এই দেশে
বটের ছায়ায় বাঁশরী বাজায়,—ফাঁসী কাঠে মরে হেসে।

বিজয়ী বীরের দল !
মরিয়া তোমরা শিখাইয়া গেলে বাঁচিবার কৌশল।
দেখালে—দেশের মুক্তির পথ মৃত্যুর বুক দিয়া ;—
এর চেয়ে কোন সোজা পথ নাই ; লাটের সভায় গিয়া
গরম গরম কথায় মূর্খ জনতা ভোলানো যায়—
মুক্তি—সে বড় নির্ম্মম-প্রাণ—সব কিছু সে যে চায় !
অমৃত বীরের রক্তে তাহার রঙীন চরণতল,—
পদধূলি ঘিরি অশ্রু-সজল করিতেছে টলমল।

তার দেখা মেলে ফাঁসির মঞ্চে, নীরন্ধ্র কারাগারে,—
আপন বলিতে কিছুই যখন থাকে না তখন যারে
নীরব চরণে সে আসি দাঁড়ায় ; মৃত্যুর সম্মুখে
কোথা হ'তে এসে চুপে চুপে হেসে চুম্বন দেয় মুখে !
সে চায় প্রাণের সকল দরদ, সবটুকু ভালবাসা,—
তারে যে চেয়েছে প্রাণ মন দিয়ে ভেঙেছে তাহার বাসা !
ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া প্রিয়া হ'য়েছে সে পথচারী,
কূলে কালি দিয়ে অকূল সাগরে দিয়েছে সে জল পাড়ি!

জ্বালালে যে হোমানল—
শত শিখা মেলি পরশিবে তাহা মহা-অম্বর-তল।
কুটিরে কুটিরে ছড়াবে আগুন ;—গাঁয়ের আকাশতলে
তোমাদের কথা জননী শিশুরে কহিবে অশ্রুজলে !
পিতা শুনাইবে পুত্রেরে তার, ভ্রাতা ছোট ভগিনীরে—
কেমন করিয়া মরিলে তোমরা 'বুড়ীবালামের' তীরে।
সেই মরণের অমর কাহিনী ছন্দে রচিবে কবি,—
শিল্পী ফুটাবে চিত্রে বীরের শেষ-বিদায়ের ছবি,
চারণ গাহিবে পথে পথে সেই মৃত্যুর জয়গান.—
সে গান শুনিয়া বক্ষে বক্ষে জাগিবে তরুণ প্রাণ।
'প্রতাপ', 'মোহন', 'সীতারাম' আর 'বীর মদনের' পাশে
রক্ত-আখরে তোমাদের কথা লেখা রবে ইতিহাসে।

বিজয়লাল

"হে রুদ্রবীণা বাজো বাজো বাজো"

(ওয়াল্ট হুইটম্যান)

হুইটম্যানের পরিচয়ঃ—বিশ্ব সাহিত্যের ভাণ্ডারে হুইটম্যানের দান অতুলনীয়। এই কবি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। মানুষকে তিনি যতখানি ভালবেসেছিলেন, প্রকৃতিকেও তিনি ততখানিই ভালবেসেছিলেন; তাঁর গানের মধ্যে মহানগরীর জনকোলাহল আর ধ্যানগম্ভীর পাহাড়ের নীরব সুর পাশাপাশি শুনতে পাই। তাঁর লেখার মধ্যে যে জ্ঞানের পরিচয় পাই তা' পুঁথিপড়ার জ্ঞান নয়; সারাদিন তটভূমিতে ব'সে মহাসমুদ্রের গান তিনি শুনতেন; নিস্তব্ধ রাতে চন্দ্রালোকে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, নির্জন অরণ্য তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল; ছেলেবেলায় সঙ্গীদের নিয়ে সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ানো ছিল তাঁর পরম আনন্দের বিষয়। তাঁর গানের মধ্যে তাই বনের শ্যামলিমা, সমুদ্রের কলনাদ, পর্বতের গাম্ভীর্য, প্রান্তরের বিশালতা, আকাশের প্রশান্ত মহিমা আর পূর্বাশার নৃত্যের ছন্দ এমন বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। হুইটম্যানের চরিত্রের আর একটা দিক ছিল মানবপ্রীতি। রণক্ষেত্রে আহতের পার্শ্বে তিনি রাতের পর রাত জাগতেন; তাঁর কোমল শুশ্রূষা অনেক মানুষকে মরণের দ্বার থেকে জীবনের উৎসবে ফিরিয়ে এনেছে। মানুষের মেলায় যোগ দিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। একদিকে মানুষের সঙ্গে এই মেলামেশা আর একদিকে প্রকৃতির সহিত নিবিড় বন্ধুত্ব তাঁর লেখার মধ্যে এমন একটা সুর এনে দিয়েছে যা মনকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে।

কিন্তু তাঁর গানের সবচেয়ে বিশেষত্ব হ'চ্ছে জনসাধারণের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর সহানুভূতি। যারা নিরক্ষর, যারা উপেক্ষিত, সভ্যতার রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের বাহিরে যাদের স্থান—যারা পাথর ভাঙে, নৌকা চালায়, কাঠ কাটে, চাষ করে,—তাদের মহিমাকে তিনি প্রকাশ ক'রে গেছেন তাঁর ঝড়ের মত বন্ধনহীন ক্ষ্যাপা ছন্দে। কলকারখানার যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে যে ওলট-পালট দেখা দিলো—যে বৈষম্যের আর বিক্ষোভের ভিড়ে মানবসমুদ্র ফেনিয়ে উঠলো—তার মধ্যে জন্ম নিলো গণদেবতা তার সকল দেহ নিয়ে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর শেলীর ছন্দে এই গণদেবতার জয়গান বেজে উঠলো। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সাধারণ মানুষকে নূতনরূপে ফুটিয়ে তুললেন—নিপীড়িতের উপেক্ষিতের মর্মবেদনা শেলীর ছন্দেও রূপ নিলো; কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ— too exclusive আর শেলী তাঁর skylarkএর মত too ethereal। এমন একজন কবির প্রয়োজন ছিল যে রাস্তার ধূলির উপরে দাঁড়িয়ে মজুর আর গাড়োয়ানের কাঁধে হাত দিয়ে তাদের জয়গানে আকাশ ভরিয়ে তুলবে—বঞ্চিত, লুণ্ঠিত সব-হারাদের মৌন ক্রন্দন আর প্রকাশহীন চিন্তাকে রূপ দেবে। সেই কবি দেখা দিলেন আমেরিকায়, আর তাঁর নাম হুইটম্যান। তাঁর কবিতার পুস্তক এখন পৃথিবীর সব ভাষায় অনূদিত হ'য়েছে—দেশে দেশে বিদ্রোহীরা তাঁর কবিতা গান ক'রে ফিরছে। কবিতাটি তাঁর এক কবিতার অনুবাদ।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

[illegible] ওঠ, ভৈরব-ভেরী গর্জি ওঠ। বাজো, হে রুদ্র-বীণা বাজো !
[illegible]-পথে—[illegible]-পথে ভেঙে পড় দুর্বার বেগে
[illegible] অভ্যন্তরে আর দিগ্বিদিকে, ছড়িয়ে দাও উপাসনারত নরনারীর সংঘকে ;
[illegible]-গর্জনে ভেঙে পড় বিদ্যালয়ের কক্ষে ছাত্র যেখানে ডুবে আছে পুঁথির মধ্যে ;
[illegible] যেথা যুবক পায় নববধূর চুম্বনে ; স্বপন তার ভেঙে দাও ;
[illegible] তার আনন্দ ক'রবার সময় নয় ;
[illegible] কৃষক মাঠে হলচালনা ক'রছে—সোনালি ধানে
গোলা তার [illegible] তুলছে ; শান্তির ক্রোড় থেকে তাকেও ছিন্ন ক'রে আনো ;
হে ভৈরব-ভেরী, [illegible] গর্জন ক'রে ওঠ, হে রুদ্র-বীণা, কঠিনসুরে বাজো !

গর্জন কর, ভৈরব-ভেরী গর্জন কর ; বাজো, হে রুদ্র-বীণা বাজো !
[illegible] কল-কোলাহলকে ডুবিয়ে দিয়ে গর্জি উঠুক তোমার পাগল-করা দীপক তান ;
[illegible] কি [illegible] ?
[illegible] এ সময় নয় ;
[illegible] তর্ক-বিচার করবার এই কি মুহূর্ত ?
[illegible] কি [illegible] দল [illegible] বিবাদের মধ্যে ডুবে থাকবে ?
[illegible] কি আরও [illegible] ? সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা কি আরও উঠবে ?
[illegible] উকীল বিচারকের সম্মুখে আজও কি মোকদ্দমার কথা ব'লতে থাকবে ?

গর্জন কর, হে ভৈরব-ভেরী, জোরে, আরও জোরে সঘনে
[illegible] কর [illegible], রুদ্র-বীণা, উত্তালদ্রুত ছন্দে বাজো।

গর্জ্জি ওঠ, বিজয়ডঙ্কা, গর্জ্জি ওঠ ; বাজো, হে-রুদ্রবীণা বাজো !
তর্কের এখন সময় নয় ; কারও মিনতিতে বিচলিত হ'য়ে ঝঙ্কার তোমার বন্ধ কোরো না ;
সাবধানীদের কথায় কর্ণপাত ক'রবার প্রয়োজন নেই ; কাঁদবার যারা পিছনে তারা কাঁদুক ;
বৃদ্ধ তরুণের হাত দুটো ধ'রে কত না অনুনয় ক'রছে ;—ব'লছে—যেওনা, যেওনা, যেওনা ;
শিশু তার পিতাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে—যেতে দেবো না ;
দুয়ারে দাঁড়িয়ে মা নীরবে কাঁদে—শুধু কাঁদে ।
হে আমার রুদ্র বীণা, কঠিন সুরে বাজো ; তোমার পাগল-করা
গানের মাঝে শিশুর আধো আধো বাণী, পিতার মিনতি, মাতার ক্রন্দনধ্বনি ডুবিয়ে দিয়ে উত্তাল তুমুল ছন্দে বাজো !
ভৈরব-ভেরী বাজো, হে রুদ্র বীণা বাজো । তোমার
উন্মাদিনী সুরের ঝঙ্কার মড়ার বুকেও জীবনের স্পন্দন জাগিয়ে দিক্ ।

BRITISH MUSEUM 2 DEC 31